ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 141 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪১ ● কলকাতা ● ১১ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ২৬ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

“সরকার বদলেছে, বদলায়নি ভয়”— দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবনসংগ্রাম ঘিরে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আবারও উঠছে এক পুরনো প্রশ্ন— সরকার বদলালেও কি সত্যিই বদলায় সাধারণ মানুষের ভাগ্য? রাজনৈতিক পতাকা পাল্টালেও কি পাল্টায় অত্যাচারের চরিত্র? নাকি শুধু রঙ বদলায়, থেকে যায় একই ভয়, একই দখলদারি, একই সন্ত্রাস?

এই প্রশ্নই আজ নতুন করে আলোচনায় এনে দিয়েছে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবনসংগ্রামকে। এলাকার বহু মানুষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, জমি দখলের চেষ্টা, প্রাণনাশের হুমকি ও সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার যে অভিযোগ তিনি তুলে আসছেন, সরকার পরিবর্তনের পরেও তার কোনও বাস্তব সমাধান হয়নি। বরং নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে পুরনো সমাজবিরোধীদেরই নতুন পরিচয়ে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, “যারা আগে তৃণমূল করত, চার তারিখ দুপুর ১২টার পর তারাই বিজেপি হয়ে গেল। কিন্তু চরিত্র বদলায়নি। যারা আগে ভয় দেখাত, মারধর করত, দখলদারি করত, তারাই আজও

এরপর 5 পাতায়

পর্ব 300

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমার আমার ভেতরে কিছু ভেতরের যাত্রা শুরু হয়ে গেল লুকানো আছে আর সে পর্যন্ত আমাকে পৌঁছাতে হবে। আমার ভেতরে কি হতে পারে? আমি জীবনে কি পেয়েছি যা ভেতরে হবে! কিছুই তো পাইনি।

তখন হঠাৎ আমার টিউবলাইট জ্বলে গেল যে আমি কিছু প্রাপ্ত করিনি। কিন্তু শিববাবার শব্দ মনে আসতে লাগল। **ক্রমশঃ**

পুলিশকে গুলি করা 'ডন'কে অন্তর্বাসে পরিয়ে প্যারেড, হাওড়ার রাজপথে বিরল দৃশ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে আসার পর দুষ্কৃতীদের অবস্থা টাইট হয়ে গিয়েছে। ক্ষমতায় এসেই বলা হয়েছিল, 'ভয় আউট ভরসা ইন'। এই স্লোগান এবার বাস্তবায়িত হতে দেখা গেল। হাওড়ার তথাকথিত 'ডন' আকাশ সিংকে শুধু অন্তর্বাস পরিয়ে হাওড়ার রাজপথে ঘোরানো হল। একদা যার দাপটে হাওড়ায় মানুষ তটস্থ হয়ে থাকত।এছাড়া পুলিশের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট অপরাধীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। সাধারণ মানুষের বড় অংশ মনে করছেন, যারা সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, তাদের সঙ্গে এটাই করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'বাংলায় অপরাধীদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে হাওড়া প্রত্যেকটি এলাকায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। ভয়ের রাজনীতির অবসান ঘটবে।'সোমবার তাঁরাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ২০২১ সালে পুলিশের উপর গুলি চালানো থেকে শুরু করে একাধিক বোমাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত হাওড়ার তথাকথিত 'ডন' আকাশ সিংকে অন্তর্বাস পরিয়ে রাস্তায় প্যারেড করাল পুলিশ।

এদিকে এই ঘটনায় হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের এই কড়া অভিযানকে অনেকে অপরাধীদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা বলে মনে করছেন। ২০টিরও বেশি বোমা নিক্ষেপ করার অভিযোগ রয়েছে ডন আকাশ সিংয়ের বিরুদ্ধে। পুলিশ আকাশ সিংকে চলতি মাসের শুরুতেই গ্রেফতার করেছিল। তবে সমস্ত অপরাধীদের প্রতি একটি কঠোর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশেই আজ আকাশ সিংকে এভাবে রাজপথে ঘোরানো হল। পুলিশ সূত্রে খবর, আকাশ সিং হাওড়ার একটি প্রভাবশালী অপরাধী চক্রের নেতৃত্বে ছিল। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় সে পুলিশের উপর গুলি চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে আকাশ সিং পুলিশের নজরদারিতে ছিল। মে মাসের শুরুতে আকাশকে গ্রেফতার করা হয়। আর তাকে অন্তর্বাস পরিয়ে হাওড়ার রাস্তায় প্যারেড করানো হয়। যা চাক্ষুষ করেছেন হাওড়ার আমজনতা। আর এভাবেই মানুষের ভরসা জোগাতে চেয়েছে পুলিশ। আকাশ সিং যেখানে দুষ্কৃতী হামলা করেছিল সে সব জায়গায় ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করা হয়। যেটা দেখা যায়, আকাশকে যখন নিয়ে আসা হয় তখন সে একটা কাপড় পরেছিল। ওই অবস্থায় আকাশকে নিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয়। সেই সব জায়গা খতিয়ে দেখা হয়েছে যেসব জায়গা ক্রাইম হয়েছে।

জনতার দরবারে' মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ ভবানীপুরের বৃদ্ধের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার সকালে সল্টলেকের বিজেপি দফতরে ফের মুখোমুখি হয়েছেন সাধারণ মানুষ এবং রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পূর্ব ঘোষণা মতোই সপ্তাহের প্রথম দিন সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছিল 'জনতার দরবার' কর্মসূচি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের একগুচ্ছ অভাব-অভিযোগ ও দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নানা পেশার মানুষ।দলীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থী

সংগঠনের মোট ১৫টি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। ভিড় এতটাই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল যে পরিস্থিতি সামলাতে নিরাপত্তারক্ষীদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। সকলের বক্তব্য শুনে যথাযথ পদক্ষেপ

এরপর ৩ পাতায়

শমীকের আশ্বাসে এক দশকেরও বেশি সময় পর আশার আলো কামদুনিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কামদুনি গণধর্ষণ ও খুনকাণ্ড নিয়ে সুবিচারের আশ্বাস বিজেপির। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, "সারা পশ্চিমবঙ্গবাসী চায় কামদুনির ফাইল খুলুক।" তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে তদন্ত প্রক্রিয়াকে এমনভাবে পরিচালিত করা হয়েছিল, যার ফলে আদালতের সামনে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।সরকার বদলের পর এক দশকেরও বেশি পুরনো কামদুনি কাণ্ড আবারও রাজনৈতিক সংবাদের শিরোনামে উঠে এল। ২০১৩ সালের ৭ জুন কামদুনিতে এক ছাত্রীকে কলেজ থেকে ফেরার পথে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। ২০১৬ সালে কামদুনি ধর্ষণ মামলায় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট তিন জনকে ফাঁসির সাজা দিয়েছিল। তিন জনকে যাবজ্জীবন দিয়েছিল। যে তিন জনের ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত, তাঁদের মধ্যে এক জনকে বেকসুর খালাস করে হাই কোর্ট। বাকি দু'জনের সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি আরও তিন দোষী সাব্যস্তের সাজা মকুব করে কলকাতা হাই কোর্টের

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

জনতার দরবারে' মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ ভবানীপুরের বৃদ্ধের

করার আশ্বাস দিয়ে দুপুর ১২টা নাগাদ সল্টলেকের দফতর থেকে নবান্নের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।৮১ বছরের বৃদ্ধের প্রতারিত হওয়ার গল্প থেকে শুরু করে হাজার হাজার চাকরিহারাদের কান্না— সবটাই এদিন মন দিয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিনের দরবারে করুণ ছবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ভবানীপুরের বাসিন্দা, ৮১ বছর বয়সি প্রবীর মুখোপাধ্যায়। বৃদ্ধের অভিযোগ, জয় কামদার ও সোনা পাপ্পু নামের দুই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে চরম জালিয়াতি করেছেন। নিজের পৈতৃক সম্পত্তি প্রোমোটিংয়ের জন্য জয়ের হাতে তুলে দিলেও, বহুতল তৈরি হওয়ার পর তাঁকে কোনও ফ্ল্যাট দেওয়া হয়নি। উল্টে গ্রেফতার হওয়ার আগে জয় তাঁর কাছে আরও ১৭ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। বর্তমানে বৃদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে একটি ভাড়াবাড়িতে চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর প্রবীরবাবুর চোখেমুখে কিছুটা স্বস্তির আলো দেখা যায়। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হলাম। উনি বলেছেন আমার এই সমস্যার সমাধান করবেন।'

স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলার জেরে চাকরি হারানো ২৬ হাজার 'বঞ্চিত' শিক্ষক-শিক্ষিকার পক্ষে এদিন শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন তাঁদের প্রতিনিধি সুমন বিশ্বাস। যোগ্যতার ভিত্তিতে দ্রুত চাকরি ফেরানোর আর্জি জানান তাঁরা। এর পাশাপাশি রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে সরব হন মলয় সিংহ রায়। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছর ধরে কারিগরি শিক্ষায় চরম দুর্নীতির কারণে কোনও স্থায়ী নিয়োগ হয়নি, যার ফলে বহু স্থায়ী পদ এখন অস্থায়ী পদে পরিণত হয়েছে।

অন্য দিকে, সরকারি চাকরিতে অনাথদের জন্য রাখা বিশেষ কোটা বা সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হন সুচিত্রা দে। তাঁর দাবি, এই সংরক্ষণ উঠে যাওয়ার কারণে বহু অনাথ যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পরেই আমজনতার অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য এই 'জনতার দরবার' চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি সোমবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে এই কর্মসূচি চলার কথা। গত সপ্তাহের পর এই সোমবারেও সেই নিয়ম মেনে দরবারে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন তাঁর পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায় ও শশী অগ্নিহোত্রী।

(২ পাতার পর)

শমীকের আশ্বাসে এক দশকেরও বেশি সময় পর আশার আলো কামদুনিতে

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। কলকাতা হাই কোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন।শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, "একটি বিশেষ রাজনৈতিক কারণে ব্লক ভোটের স্বার্থে তদন্তের রিপোর্ট সাজানো হয়েছিল। বিচারপতির সামনে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।" তিনি আরও বলেন, কামদুনির ঘটনায় যারা সত্যিই জড়িত ছিল, তাদের পরিচয় ও অপরাধ কোনও ধর্ম বা উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে নয়, শুধুমাত্র অপরাধের নিরিখেই বিচার হওয়া উচিত।

বিজেপি রাজ্য সভাপতির দাবি, কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার তাঁদের কাছে এসে নতুন করে সুবিচারের আবেদন জানিয়েছে। সেই কারণেই বিষয়টি ফের সামনে আনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, "দলের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কামদুনির অপরাধীরা রেহাই পাবে না। রাজ্যের মানুষ দোষীদের কঠোর শাস্তি চায়।" উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের জুন মাসে উত্তর ২৪ পরগনার কামদুনি এলাকায় কলেজছাত্রীকে গণধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় গোটা রাজ্য জুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন কামদুনির মহিলারা। ঘটনার পর তৎকালীন রাজ্য সরকারের ভূমিকা, পুলিশি তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছিল। কামদুনির প্রতিবাদ আন্দোলন সেই সময় বাংলার অন্যতম বড় গণআন্দোলনে পরিণত হয়। নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে বহু মানবাধিকার সংগঠন ও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন।

হেলমেট ছাড়া রাস্তায় নামলেই কড়া নজর পুলিশের, গোপীবল্লভপুরে বিশেষ অভিযান

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

পথ দুর্ঘটনা রুখতে এবার আরও কড়া অবস্থানে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ও ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে বিশেষ নজরদারি। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি আইন ভাঙলেই নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা— এমনই বার্তা নিয়ে গোপীবল্লভপুরে রাস্তায় নামল পুলিশ প্রশাসন।

সোমবার গোপীবল্লভপুর থানা এলাকার সিধু-কানু-বিরসা সেতু সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ ট্রাফিক সচেতনতা অভিযান চালানো হয়। পথচলতি বাইক আরোহী ও চারচাকা গাড়ির চালকদের উদ্দেশ্যে মাইকিং করে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দেয় পুলিশ। বিশেষ করে হেলমেট ছাড়া বাইক চালকদের দাঁড় করিয়ে সতর্ক করা হয়। এদিন গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং নিজে উপস্থিত থেকে হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “নিজের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তাই নিরাপদ থাকতে প্রত্যেককেই হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। সামান্য অসচেতনতাই বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।” শুধু বাইক চালকদের নয়, চারচাকা গাড়ির চালকদেরও সিটবেল্ট ব্যবহার এবং যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং না

এরপর 4 পাতায়

সম্পাদকীয়

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ' স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক ডাকল নীতি আয়োগ

ভারতের তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে সরকার পরিষেবা ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন পরিসরের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়ে চলেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট বক্তৃতায় এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এই বাজেটের ৫১ নম্বর অনুচ্ছেদে 'শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ' সংক্রান্ত একটি উচ্চস্তরীয় স্থায়ী কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর লক্ষ্য – ২০৪৭ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে পরিষেবা বাজারের ১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ যাতে ভারতের হাতে আসে, তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও রপ্তানীতে জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ আরও নানা প্রকৌশলের প্রভাব কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের উপর কতটা পড়ছে তাও খতিয়ে দেখা হবে।

সেই প্রস্তাবানুযায়ী, নীতি আয়োগের সিইও-র পৌরোহিত্যে এই কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে রয়েছেন – শ্রম ও কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, তথ্য প্রযুক্তি এবং উচ্চ শিক্ষা সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও রয়েছেন – বিভিন্ন বণিক সভার প্রতিনিধি।

২২ মে, ২০২৬ তারিখে এই কমিটির প্রথম বৈঠক ডাকে নীতি আয়োগ। এতে যোগ দেন দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রকের সচিব শ্রীমতী দেবশ্রী মুখার্জী, নীতি আয়োগের ফেলো শ্রীমতী দেবযানী ঘোষ, রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিরাও।

নীতি আয়োগের সার্ভিসেস ডিভিশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ডঃ সোনিয়া পন্থ মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে পরিষেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শ্রমিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও দক্ষতায়ন, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র ইত্যাদি নিয়েও বিশদে আলোচনা হয়।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষোলোতম পর্ব)

মনসাকে দেন। শিব মনসাকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মনসা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে তিনি শিবেরই কন্যা। আবদার করে কৈলাসে বাপের বাড়ি যাবার। শিব তার স্ত্রী পার্বতীর ভয়ে কন্যাকে নিতে চান না। পরে মন্দিরে ফুলের ডালিতে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু পার্বতী মনসাকে দেখে ফেলে। শিবের পত্নী চণ্ডী মনসাকে শিবের উপপত্নী মনে করেন। তিনি মনসাকে অপমান করেন এবং ক্রোধবশত তাঁর একটি চোখ দগ্ধ করেন। পরে শিব একদা বিষের জ্বালায় কাতর হলে মনসা তাঁকে রক্ষা করেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

হেলমেট ছাড়া রাস্তায় নামলেই কড়া নজর পুলিশের, গোপীবল্লভপুরে বিশেষ অভিযান

করার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ট্রাফিক আইন ভাঙলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কড়া আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুদুল হাসান জানান, জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাকা পয়েন্টে কড়া চেকিং চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের বিরুদ্ধে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে লাগাতার প্রচারও চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরের তুলনায় বর্তমানে ট্রাফিক আইন ভঙ্গের ঘটনায় জরিমানার সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। তাই দুর্ঘটনা কমাতে ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারাও পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, পুলিশের এই ধরনের সচেতনতামূলক অভিযান সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন মেনে চলার প্রবণতা বাড়াবে এবং পথ দুর্ঘটনা অনেকটাই কমাতে সাহায্য করবে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই তিনি সবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন। তবে এসব সম্ভাব্য এযুগেও মানুষ যতই তাকে বঞ্চিত করুক না কেন, সে নিজে একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। তেমনই ইতিহাস শনিদেবের। শনির ক্রূরতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

“সরকার বদলেছে, বদলায়নি ভয়”— দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবনসংগ্রাম ঘিরে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

করছে। শুধু দলের পতাকা বদলেছে।”

গ্রামের চায়ের দোকান থেকে বাজারের মোড়— সর্বত্র এখন এই নিয়েই চাপা গুঞ্জন। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা এক শ্রেণির সমাজবিরোধী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে জমি দখল, মারধর, সামাজিক বয়কট ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চলেছে। আর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

এই প্রেক্ষাপটে সামনে এসেছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দীর্ঘদিনের অভিযোগের খতিয়ান। তাঁর দাবি, তিনি ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক মদতের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন বলেই একাধিকবার টার্গেট করা হয়েছে তাঁকে। কখনও জমি দখলের চেষ্টা, কখনও ভয়ভীতি, কখনও সামাজিকভাবে অপদস্থ করার অপচেষ্টা— সবকিছুরই শিকার হয়েছেন তিনি ও তাঁর পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোট-পরবর্তী অশান্তির সময় তাঁর বাড়িঘর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছিল। অভিযোগ, সেই সময় ঘরে ভাঙচুর, লুটপাট এবং আগুন লাগানোর চেষ্টাও হয়েছিল। যদিও বহু অভিযোগ দায়েরের পরেও মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা হয়নি বলে দাবি তাঁর পরিবারের।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘনিষ্ঠদের কথায়, “তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের দালালি করেননি। সত্যিটা লিখেছেন বলেই বারবার আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। একজন সম্পাদক হিসেবে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লিখেছেন, তাই তাঁকে চুপ করানোর চেষ্টা চলছে।”

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে। সম্পাদক নিজে একাধিকবার প্রশাসনের উচ্চস্তরে লিখিতভাবে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন বলে জানা গেছে। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার কাছেও নিজের নিরাপত্তা, জমি রক্ষা এবং দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বলে স্থানীয় মহলে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর একাংশের মধ্যে।

এক প্রবীণ বাসিন্দার বক্তব্য, “যদি একজন সম্পাদক, একজন সাংবাদিক নিরাপত্তা না পান, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? সরকার যদি সত্যিই পরিবর্তনের কথা বলে, তাহলে মাঠে-ময়দানে সেই পরিবর্তন মানুষ দেখতে পাচ্ছে কোথায়?”

অভিযোগ আরও গুরুতর হচ্ছে কারণ স্থানীয়দের দাবি, কিছু রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতেই সমাজবিরোধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। যদিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বিরোধী মহলের অভিযোগ, রাজনৈতিক ছত্রছায়া না থাকলে দিনের পর দিন এই ধরনের দখলদারি ও ভয়ভীতি চালানো সম্ভব নয়।

গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ মনে করছেন, বাংলার রাজনীতিতে “দলবদল” এখন এক ভয়ংকর সামাজিক বাস্তবতা। গতকাল যারা এক দলে ছিল, আজ তারা অন্য দলে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে থাকা অপরাধমূলক অভিযোগের কোনও বিচার হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ বারবার একই অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।

এক যুবকের কথায়, “আগে যারা তৃণমূলের নাম করে ভয় দেখাত, এখন তারা বিজেপির নাম করছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ তো একই ভয় পাচ্ছে। সরকার পাল্টেছে, অত্যাচারীরা পাল্টায়নি।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, গ্রামবাংলার বহু এলাকায় রাজনৈতিক পরিচয় এখন ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ফলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের আস্থা কমছে। আর তারই ফল হিসেবে সাধারণ মানুষ ও স্বাধীন মত প্রকাশকারীরা সবচেয়ে বেশি চাপে পড়ছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনাকে ঘিরে এখন মানবাধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গ্রামীণ নিরাপত্তা— এই তিনটি প্রশ্ন একসঙ্গে উঠে আসছে। একজন সম্পাদক যদি নিজের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কে থাকেন, তাহলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ সংকেত নয় বলেই মনে করছে নাগরিক সমাজের একাংশ।

অন্যদিকে স্থানীয়দের দাবি, জমি দখলকে কেন্দ্র করে নতুন করে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের মদতে তাঁর পৈতৃক ও বৈধ জমির উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের সরকারি কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

এলাকার মানুষের প্রশ্ন এখন একটাই— বাংলায় কি সত্যিই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? নাকি রাজনৈতিক ছায়ার আড়ালে সমাজবিরোধীদেরই আরও শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে?

গ্রামের এক গৃহবধূর কথায়, “আমরা শান্তিতে বাঁচতে চাই। যে সরকারই আসুক, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আগে দরকার।”

আজ যখন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভাষ্য নিয়ে চারদিকে আলোচনা, তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবনকাহিনী যেন গ্রামবাংলার এক বৃহত্তর বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। যেখানে সরকার বদলায়, স্লোগান বদলায়, পতাকা বদলায়— কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভয় আর অনিশ্চয়তা একই থেকে যায়।

আর সেই কারণেই এখন প্রশ্ন উঠছে— পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি কি শুধুই রাজনৈতিক মঞ্চে সীমাবদ্ধ? নাকি সত্যিই কোনও দিন সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ভয়মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার ফিরে পাবেন?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি শান্তিনিকেতনের ভিতরে ঢুকল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছল পুলিশ। সাদা পোশাকে পুলিশকর্মীদের একটি দল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি শান্তিনিকেতনের ভিতরেও প্রবেশও করেছে। তবে কী কারণে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুলিশ গিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। একটি সূত্রের দাবি, ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি পক্ষ থেকে আধিকারিকদের একটি দল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছে।তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে এলইডি মনিটর নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় পুলিশকর্মীদের। সূত্রের খবর, এই এলইডি মনিটর একটা সময় অভিষেকের বাড়িতে নিরাপত্তায় নজরদারির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। সেটিই আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি-র তরফে অভিষেকের বাড়িতে নিরাপত্তার জন্য স্ক্যানার সহ বিভিন্ন সামগ্রীও খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বাবা-মা এবং অভিষেকের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর নামে থাকা একাধিক সম্পত্তিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তুলে নোটিস দিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। সেই ঘটনার সূত্রেই এ দিন অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ পৌঁছল কি না, তা নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে অভিষেককে নোটিস পাঠানোর বিষয়টি তার জানা নেই বলেই দাবি করেছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গতকালই কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছিলেন, নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য পুরসভার থেকে সময় চেয়েছেন তৃণমূল সাংসদ।

এ দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর পক্ষ থেকে কলকাতা পুরসভাকে আরও একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সেই চিঠিতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগও তোলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এ দিন দুপুরে কলকাতা পুলিশের একটি গাড়িতে চারজন আধিকারিক হরিশ মুখার্জী রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছন। যদিও কেন তাঁরা অভিষেকের বাড়িতে গেলেন, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি আধিকারিকরা। তবে অন্য একটি সূত্রের খবর, ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি পক্ষ থেকে একটি দল অভিষেকের বাড়িতে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ওই চার আধিকারিক একটি এলইডি স্ক্রিন নিয়ে অভিষেকের বাড়ি থেকে বেরিয়েও যান। ফলে ঠিক কী কারণে অভিষেকের বাড়িতে পুলিশের ওই আধিকারিকরা এসেছিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার করেছিল রাজ্য সরকার। বর্তমানে একজন সাধারণ সাংসদের মতোই নিরাপত্তা পান অভিষেক। তৃণমূল সাংসদের নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত বাহিনীও প্রত্যাহার করা হয়।

৩০০-রও বেশি অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে আয়োজিত হল ‘ফিট ইন্ডিয়া - সানডেজ অন সাইকেল’ অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কমনওয়েলথ দিবস উপলক্ষে ভারতীয় ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক কেন্দ্র, কলকাতা ‘ফিট ইন্ডিয়া - সানডেজ অন সাইকেল’ কর্মসূচির আয়োজন করে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র, কলকাতার আঞ্চলিক অধিকর্তা শ্রী শিবানন্দ মিশ্রের নেতৃত্বে আয়োজিত এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসংযোগ এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষকে উৎসাহ দেওয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ড: শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিশিষ্ট কমনওয়েলথ পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় (তিরন্দাজি - কমনওয়েলথ গেমস ২০১০ স্বর্ণপদকজয়ী), দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় (তিরন্দাজি - কমনওয়েলথ গেমস ২০১০ স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদকজয়ী), রহমতুল্লা মোল্লা (অ্যাথলেটিক্স - কমনওয়েলথ পদকজয়ী) এবং মৌমা দাস (টেবিল টেনিস - ২০০২, ২০০৬ ও ২০১০ কমনওয়েলথ গেমসে একাধিক পদকজয়ী)।

সকলের সাইকেল অভিযানে ৩০০-রও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় শিল্প সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীদের পাশাপাশি, স্থানীয় সাইক্লিং ক্লাবের সদস্য, স্কুল পড়ুয়া, এলাকার বাসিন্দা এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রশিক্ষক ও কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করার পাশাপাশি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার বার্তাও দেওয়া হয়। জাতীয় ‘ফিট ইন্ডিয়া’ অভিযানের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য, ঐক্য ও সামাজিক সংযোগের মাধ্যমে আরও সুস্থ ও সক্ষম দেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সিনেমার খবর

২০ বছর পর আসছে 'সালাম-এ-ইশক'-এর সিক্যুয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের দুই জনপ্রিয় তারকা সালমান খান ও পিয়াঙ্কা চোপড়ার অভিনীত সালাম-এ-ইশক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার প্রায় ২০ বছর পর ছবিটির সিক্যুয়েলের ঘোষণা দিয়েছেন পরিচালক নিখিল আদভানি। প্রতিবেদন অনুসারে, এই চলচ্চিত্র নির্মাতা ছবিটির সিক্যুয়েলে পরিকল্পনা করছেন।

যা তারকা সমৃদ্ধ প্রেমের গল্প এবং সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একটি বৃহত্তর ফ্র্যাঞ্চাইজির সূচনা করতে পারে। ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটি একাধিক দম্পতি এবং আবেগঘন উপস্থিতিকে একত্রিত করার জন্য জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও, ছবিটির গান এবং আবেগঘন মুহূর্তগুলো বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার মতে, আসন্ন সিক্যুয়েলটি তিনটি দম্পতিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হবে, যাদের জীবন ভাগ্য এবং সম্পর্কের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যায়। চলচ্চিত্রটিতে আধুনিক যুগের প্রেমকাহিনী তুলে ধরা হবে এবং মানসিক বোঝা, প্রতিশ্রুতির সমস্যা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মতো বিষয়গুলোকে আলোকপাত করা হবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নির্মাতারা প্রথম চলচ্চিত্রের আবেগঘন আবহ বজায় রেখে গল্প বলার ক্ষেত্রে আরও সমসাময়িক একটি পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। বর্তমানে চিত্রনাট্য তৈরির কাজ চলছে এবং প্রকল্পটির শুটিং আগামী বছর শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সিক্যুয়েলের মাধ্যমে দীর্ঘ বিরতির পর রোমান্স ঘরানায় ফিরবেন নিখিল আদভানি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই চলচ্চিত্র নির্মাতা মূলত অ্যাকশন ড্রামা, থ্রিলার এবং ওয়েব সিরিজের ওপরই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। প্রথম 'সালাম-এ-ইশক'-এ সালমান ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ছাড়াও জন আব্রাহাম, বিদ্যা বালান, গোবিন্দা, অনিল কাপুর, জুহি চাওলা, অক্ষয় খান্না এবং সোহেল খান অভিনয় করেছেন।

এদিকে, নিখিল আদভানি তার আসন্ন ঐতিহাসিক ড্রামা সিরিজ 'দ্য রেভোলিউশনারিজ'-এর মুক্তির জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা এই বছরের শেষের দিকে প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিমিং হবে। এই শো-তে অভিনয় করেছেন ভুবন বাম, রোহিত সরফ, প্রতিভা রন্তা, গুরফতেহ পীরজাদা এবং জেসন শাহ। এটি সঞ্জীব সান্যালের বই 'রেভোলিউশনারিজ: দ্য আদার স্টোরি অফ হাউ ইন্ডিয়া ওন ইটস ফ্রিডম' অবলম্বনে নির্মিত।

খেলা নয়, যে কারণে মুগ্ধ হয়ে বিরাটকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আনুশকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা জানিয়েছেন, ক্রিকেট নয়, বরং অন্য এক গুণে বিরাট কোহলিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ১ মে আনুশকার জন্মদিন উপলক্ষে অতীতের সেই স্মৃতিই আবারও আলোচনায় এসেছে।

২০১৭ সালে ইতালির তাসকানিতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন এ তারকা জুটি। তার আগে দীর্ঘ সময় প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাদের। তবে আনুশকার মতে, বিরাটের খেলা নয়, বরং তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিই তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল।

স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে আনুশকা বলেন, তিনি সবকিছু খুব সহজেই ভুলে যান— ফোন বা চাবি কোথায় রেখেছেন তাও মনে থাকে না। কিন্তু বিরাট ছোট-ছোট বিষয়ও মনে রাখেন এবং কিছুই ভুলে যান না। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে আকৃষ্ট করে। তিনি বলেন, তখনই ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে ওকেই করব।

বিয়ের পর কেটে গেছে প্রায় নয় বছর। বর্তমানে এই দম্পতি দুই সন্তানের বাবা-মা। তাদের মেয়ে ভামিকা এবং ছেলে অকায়কে নিয়ে তারা এখন পারিবারিক জীবন উপভোগ করছেন।

ভারত ছেড়ে বর্তমানে লন্ডনে বসবাস করছেন বিরুশকা দম্পতি। ব্যস্ত ক্যারিয়ারের মাঝেও তাদের সম্পর্কের দৃঢ়তা ভক্তদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে যা বললেন অভিনেতা কমল হাসান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্যই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অভিনেতা থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া থালাপতি বিজয়। শপথ নিয়েই হুমকি দিয়েছেন মুসমানের বিরুদ্ধে কোনো নির্যাতন হলে ইতিহাস গড়ে ফেলবেন তিনি। সেই সঙ্গে মদ বিক্রি বন্ধের ঘোষণাও দিয়েছেন অভিনেতা। তার এ পদক্ষেপে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আরেক দক্ষিণী বর্ষীয়ান অভিনেতা কমল হাসান।

যদিও গত বছর মদ বিক্রি থেকে তামিলনাড়ু সরকারের আয় ছিল প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এই বিপুল অঙ্কের রাজস্ব হারানোর ঝুঁকি থাকলেও জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে থালাপতি বিজয়ের এমন সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটবে বলে মনে করছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা কমল হাসান।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই বিজয় ৭১৭টি সরকারি মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন নিয়মানুযায়ী, কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনো মদের দোকান থাকতে পারবে না। মাদকমুক্ত তামিলনাড়ু গড়ার যে প্রতিশ্রুতি তিনি নির্বাচনের আগে দিয়েছিলেন, এটি তারই প্রথম বাস্তবায়ন বলে মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে সরকারি সংস্থার অধীনে বর্তমানে চার হাজার ৭৬৫ মদের দোকান রয়েছে। এর মধ্যে ২৭৬টি ধর্মীয় স্থানের কাছে এবং ১৮৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশে অবস্থিত। এসব দোকানই এখন বন্ধের তালিকায় রয়েছে।

সিনেমার দাপুটে অভিনেতা 'থালাপতি' এখন সিনেমার রূপ ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। শপথ নেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জনহিতকর কাজে নেমে পড়েছেন চন্দ্রশেখর জোসেফ বিজয়। আর তার নেওয়া প্রথম সাহসী পদক্ষেপেই মুগ্ধ দক্ষিণী সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতা কমল হাসান। বিজয়ের নেওয়া সংস্কারমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করে রীতিমতো পঞ্চমুখ তিনি।

বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এ বর্ষীয়ান অভিনেতা বলেন, 'তামিল পরিবারগুলোর দীর্ঘদিনের একটি প্রত্যাশা আজ পূরণ হলো। দায়িত্বগ্রহণের পরপরই এটি বিজয়ের অত্যন্ত বলিষ্ঠ একটি পদক্ষেপ। মদ বিক্রি করা কোনো সরকারের কাজ হওয়া উচিত নয়; বরং এটি নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তামিলনাড়ু সরকারকে এ লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে হবে। ৭১৭ সংখ্যাটি তো কেবল শুরু, আমি আশাবাদী ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করেন কমল হাসান।

শেষ ম্যাচেও শোচনীয় হার, কেকেআরের বিদায়ের নেপথ্যে কোন কোন ভুল?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তখনও মুম্বই বনাম রাজস্থান ম্যাচ শেষ হয়নি। তার আগেই খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা বনাম দিল্লির। ইডেন গার্ডেন্সে তখন চার ওভারও হয়নি, তার আগেই ইডেনের দর্শক জেনে গেলেন কেকেআরের প্লে-অফ ভবিষ্যৎ। মুম্বইয়ের হারে আইপিএল থেকে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই ছিটকে গেল কেকেআর ও পাঞ্জাব কিংস। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ দল হিসেবে শেষ চারে পৌঁছে গেলেন বৈভবরা। যদিও, মুখরক্ষা হল না কেকেআরের। শেষ ম্যাচে দিল্লির বিরুদ্ধে ৪০ রানে হেরে আইপিএল অভিযান এবারের মতো শেষ হল রাহানেদের।

১. কেকেআরের ব্যর্থতা হিসেবে করতে বসলে ভুল অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন, আইপিএলের শুরু থেকেই চোট-আঘাতে জর্জরিত ছিল নাইট শিবির। মুস্তাফিজুরকে দলে নিয়েও ছেড়ে দেওয়া যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলেও তো বাকি দলটা খুব একটা স্বস্তিতে ছিল না। চোটের কারণে আগেই আইপিএল থেকে বিদায় ঘটে গিয়েছিল হর্ষিত রানা ও আকাশ দীপের। তাঁদের না থাকা মানসিক ভাবে অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল কেকেআরকে। এছাড়াও যোগ করতে হয় মাথিশা পাথিরানার না থাকা। প্রথম ১১ ম্যাচে চোটের কারণে ছিলেন না পাথিরানা। পরে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের ছাড়পত্র নিয়ে তিনি খেলতে এলেও প্রথম ম্যাচেই আবার চোটের কবলে পড়েন। তাই বোলিং নিয়ে একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কেকেআর।

২. অধিনায়ক রাহানের সিদ্ধান্তের ভুলও ভুগিয়েছে নাইটদের। এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই মুম্বইকর, যা অসুবিধেয় ফেলেছে কেকেআরকে। মাঝের ওভার বা ডেথ ওভারে বোলারদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাঁর রণনীতি বারবার প্রশ্নের মুখে ফেলেছে দলকে। এমনকি রাচীন রবীন্দ্রর মতো তারকাকে কিনেও বসিয়ে রাখার জন্য সমালোচিত হয়েছেন কেকেআর ক্যাপ্টেন।

৩. ক্যামেরন গ্রিনের ওপর ভুল বাজি ধরেও ভুগেছে নাইটরা। মরশুমের শুরুতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাঁর বোলিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ফলে তিনি পুরোপুরি অলরাউন্ডার হিসেবে খেলতে পারেননি। ব্যাটিংয়েও তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল একদম তলানিতে। যার ফল ভুগতে হয়েছে কেকেআরকে।

৪. বিগত কয়েক সিজনে কেকেআরের মূল শক্তি ছিল তাঁদের স্পিন বিভাগ। তবে এই মরশুমে সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তী জলদি উইকেট তুলতে ব্যর্থ হন। বিশেষ করে, বরুণের উইকেট খরা ও রান দেওয়া বিপাকে ফেলেছে কেকেআরকে।

গতকাল কেকেআরকে বিপাকে ফেললেন আবার এক 'প্রাক্তন নাইট' কুলদীপ যাদব। পরপর দুই বলে ক্যাপ্টেন রাহানে ও রিঙ্কু সিংকে আউট করলেন কুলদীপ। গতকাল তাঁর হ্যাটট্রিক হয়েই যেত, কিন্তু তেজস্বী দাহিয়ার ক্যাচ মিস করলেন আর এক বাঙালি অভিষেক পোড়েল। সেই ক্যাচ ধরলে গতকালই হ্যাটট্রিক হয়ে যেত কুলদীপ যাদবের। মাঠে গতকাল ছিলেন প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি দর্শক। কিন্তু, ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের দলের। তার সঙ্গে উপরি উপহার শেষ ম্যাচে দলের হার। যদি প্রথম দিকে দু-একটা ম্যাচ জেতা যেত, তাহলেও কি এই দুর্ভাগ্য হত নাইটদের? কে জানে, ম্যাচ তো শুরুর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

টেস্টে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বুমরাহ

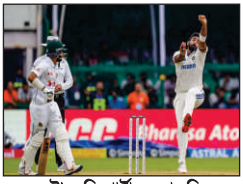

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসির টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের প্রাণভোমরা জসপ্রিত বুমরাহ। তিনি ৮৭৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার প্রথম স্থানে অবস্থান করছেন। ৭০৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ১৩ তম স্থানে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের স্পিনার তাইজুল ইসলাম।

১৩ মে সর্বশেষ হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিংয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তালিকায় ব্যাটসম্যানদের ইংল্যান্ডের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক জো রুট ৮৮০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন হ্যারি ব্রুক, এরপর যথাক্রমে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যাভিস হেড এবং স্টিভ স্মিথ।

এছাড়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ভারতের তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল এবং শুভমান গিল যথাক্রমে অষ্টম ও নবম স্থানে অবস্থান করছে। জয়সওয়ালের পয়েন্ট ৭৫০ এবং এক ধাপ উপরে উঠে আসা গিলের পয়েন্ট ৭৩০।

অন্যদিকে বোলারদের মধে অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক এবং টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন, অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরিও এক লাফে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন।

মেসির বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে জর্ডান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়া জর্ডানের সামনে এবার নতুন রোমাঞ্চ। আর সেই রোমাঞ্চের বড় অংশজুড়ে আছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে জর্ডান। একই গ্রুপে রয়েছে অস্ট্রিয়া ও আলজেরিয়াও। বিশ্বকাপে নিজেদের অভিষেক আসরেই মেসির বিপক্ষে মাঠে নামার সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত জর্ডান শিবির।

ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জর্ডানের কোচ জামাল সেল্লামি বলেন, তারা আশা করছেন আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচে মেসি খেলবেন। কারণ, ফুটবলে মেসি এখনো এক অনন্য আইকন এবং তাকে সামনে থেকে দেখা ও তার বিপক্ষে খেলা জর্ডানের ফুটবলারদের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা হবে।

তিনি বলেন, 'আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের জন্য দারুণ রোমাঞ্চকর হবে। আমরা চাই মেসি মাঠে থাকুক। তার বিপক্ষে খেলা আমাদের ফুটবলারদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।'

শুধু রোমাঞ্চ নয়, ওই ম্যাচকে ঘিরে বড় স্বপ্নও দেখছে জর্ডান। কোচ সেল্লামির আশা, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচ থেকেই তারা নকআউট পর্বে ওঠার সমীকরণ মেলাতে পারবে।

বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচের জন্য আলাদা প্রস্তুতির কথাও জানান তিনি। বিশেষ করে মেসির বিপক্ষে ম্যাচের জন্য আলাদা পরিকল্পনা থাকবে বলেও ইঙ্গিত দেন জর্ডান কোচ।

আগামী ২৮ জুন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে জর্ডান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR